'নেতাজী-রহস্য'

[শৌলমারীর সন্ন্যাসীই নেতাজী ?]

শ্রীআদিত্যনাথ দাস প্রণীত।

—প্রাপ্তিস্থান—

মহাজাতি সাহিত্য মন্দির

১৬৮/১ সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য—সাত নয়া পয়সা মাত্র।

'নেতাজী-রহস্য'

"এখনও নেতাজী জীবিত আছেন—শৌলমারিতে রয়,
হীমালয় পাদদেশে করেন অবস্থান—জলপইগুড়িতে হয়।
'শৌলমারীর সন্ন্যাসী' আশ্রম গড়িয়া এক প্রতিষ্ঠান,
প্রধান সন্ন্যাসী হয়ে তার সুভাষ করেন অবস্থান।
ইঙ্গ-মার্কিন কবল হতে ভারতবর্ষ উদ্ধার তরে,
মহা-ব্রত লয়ে নেতাজী রন আত্মগোপন করে।
বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু কাহিনী সত্য নয়,
রক্ত মাংসে গড়া শরীর নিয়ে এখনো জীবিত রয়।
ব্রত উদযাপন হলে সবার মাঝে দাঁড়াবেন তিনি আসি,
আনন্দে মুখর হইবে ভারতবাসী মুখে ফুটিবে হাঁসি।
মাদ্রাজ বিধান সভার বিশিষ্ট সদস্য থেবর মহাশয়,
সাংবাদিক বৈঠকে নেতাজী জীবিত ঘোষণা করে কয়।
উনিশ শত পঞ্চাশ সালে ছদ্মবেশে আমি চীনদেশেতে যাই,
নয় মাস কাল একত্রে করি বাস নেতাজীর সঙ্গে ভাই।
বিনা ছাড়পত্রে যাই আমি সেখানে শরৎ বোসের আজ্ঞায়,
কত শলা পরামর্শ করে তবে ফিরি ভারতবর্ষে হায়।
তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ আমার রয়েছে চিরকাল,
ভারত সীমান্ত পারে সদা ঘোরেন তিনি—নহে মিথ্যা চাল।
বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু সারা বিশ্বে বার্ত্তা রটে,
বিমানের সঙ্গী হবিবুর রহমন এই বার্ত্তা ছড়ায় বটে।
যেদিন বার্ত্তা ছড়ায় হবিবুর ভারতবর্ষে আসি,
গান্ধীজীর পদতলে আছাড় খেয়ে নয়ন জলে ভাসি।

দুই

সেদিন যে বার্ত্তা কেহ করেছিল বিশ্বাস, কেহবা করে নাই,
সত্য উদ্ধার লাগি নেতাজীর তদন্ত দাবী জানায় সবে তাই।
নেতাজীর অন্তর্দ্ধান ও আবির্ভাব উভয়ই জটিল রহস্য অতিশয়,
কোথা হ'তে কি কেমনে ঘটে সকলের লাগে বিস্ময়।
এই ঘটনার সাথে জড়িয়ে আছে ভারতের ভবিষ্যৎ ও ইতিহাস,
তাই সবাই জানিতে চায় প্রকৃত সত্য তথ্য হইয়া রুদ্ধশ্বাস।
যেখানেই থাক হে মহামানব এস তুমি আজ ফিরে,
তোমা বিহনে আজ বঙালীরা সবাই ভাসিছে অশ্রু নিরে।

"শৌলমারীর সন্ন্যাসীই নেতাজী"

[মেজর সত্য গুপ্তের অভিমত]

কোচবিহার, ২০শে এপ্রিল—দুস্‌রা কিসিকা লাস্‌ জ্বালা দিয়া হোগা,— ন দুর্ঘটনায় নেতাজী সুভাষের মৃত্যু সম্পর্কে বাপুজীর মন্তব্যের প্রতিধ্বনি মেজর সত্য গুপ্ত দৃঢ়তার সহিত এক বিশল জনসমাবেশে ঘোষণা ন যে—নেতাজী মরেন নাই—তিনি জীবিত আছেন এবং শৌলমারীর সীই নেতাজী সুভাষ। তিনি আরও বলেন যে, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সর- র পুলিশ ও গোয়েন্দা অফিসারগণ যে সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নির্ণয়ে অদ্যাবধি অসমর্থ হইয়াছেন, সেই সন্ন্যাসীর সহিত তাহার পুনঃ সাক্ষাৎ ও কথোপকথনের সুযোগ ঘটিয়াছে এবং তিনি যে সকল প্রমাণ করিয়াছেন, তাহারই ভিত্তিতে সন্ন্যাসী যে সুভাষচন্দ্র এই বিশ্বাসে হইন।

বৈকালে স্থানীয় লাইনের মাঠে প্রায় পাঁচ সহস্রাধিক জনতার নেতাজীর সহকর্মি মেজর সত্য গুপ্ত উপরোক্ত অভিমত প্রকাশ করেন। মেজর গুপ্ত প্রায় তিন ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করেন ও জনতা অধির হইয়া

তাঁহার যুক্তি-তথ্যপূর্ণ ভাষণ শোনেন। মেজর গুপ্ত তাঁহার আশ্রমে অবস্থান-
কালীন সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করিয়া শৌলমারীর সন্ন্যাসী যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র
ভিন্ন আর কেউ নন, তাহা বিভিন্ন সংবাদ ও তথ্য পরিবেশনের মধ্যে
প্রমানিত করেন। তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইবার পরেই জনতার উদ্বেলিত ক
'নেতাজী জিন্দাবাদ।' ধ্বনিত হইতে থাকে। কোচবিহারের নাগরিক
এই জনসভায় তিনটি প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। প্রস্তাবে বলা হ

১) শৌলমারী আশ্রমের সন্ন্যাসীর পরিচয় লইয়া কয়েক বৎসর
সমগ্র উত্তরবঙ্গে বহু বিভ্রান্তিকর খবর প্রচারিত হইতেছে। উক্ত সন্ন্যা
সহিত নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পবিত্র নাম জড়িত করিয়া দেশবাসী
বিভ্রান্ত করা হইতেছে বলিয়া অনেকেই মনে করিতেছেন। কিন্তু মেজর স
গুপ্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করিতেছেন যে শৌলমারীর সন্ন্যাসী নেতা
সুভাষচন্দ্র বসু ভিন্ন আর কেউ নন। এই রকম অবস্থায় আমরা দা
জইতেছি যে অবিলম্বে শৌলমারীর সন্ন্যাসীর ব্যক্তি পরিচয় পশ্চিমবঙ্গ
সরকার বাহির করিয়া উত্তরবঙ্গের অধিবাসীদের অন্তরে যে বিভ্রা
সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা নিরসন করুক। (২) পশ্চিমবঙ্গ সরকার
নানারূপ বিবৃতিতে শৌলমারী সন্ন্যাসীর পরিচয় জানানোতে অ
নিদর্শন স্থাপন করিয়া জনসাধারণের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার করিয়া
কাজেই সভা তীব্রভাবে সরকারের উদাসীন মনোভাবের প্রতিবাদ
করিতেছে। (৩) এই সভা শ্রীনীহারেন্দু দত্তমজুমদারের ইচ্ছাকৃ
ভাষণের তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছে। উপরন্তু এই সভা মেজর স
উপর অযথা আরোপিত আক্রোশপূর্ণ ভাষণের জন্য শ্রীনীহারেন্দু
ও তাঁহার সহকর্মীদের তীব্র ভাষায় নিন্দা জ্ঞাপন করিতেছে।

যুগান্তর ২২।৬।৬

দর্শকের ভূমিকায়——(চক্রপাণি)

শৌলমারী আশ্রমের সন্ন্যাসী। কে তিনি? স্বামী সারদা
নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু? কিছুদিন ধরে এই প্রশ্ন অদ্ভুত বাং

মানুষের মন তোলপাড় করে তুলেছে। সকলেই এই প্রশ্ন তুলেছে, কে ওই সন্ন্যাসী? তার সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যাচ্ছে না। সন্ন্যাসী কারও সঙ্গে দেখা করেন না এমন কি তাঁর আশ্রম যারা পরিচালনা করেন, তাঁরা এক-আধজন কচিৎ তাঁর সাক্ষাৎ পান। যে ক'জন সৌভাগ্যবান তাঁর দর্শন পেয়েছে তাঁদেরও মধ্যে নানা মত। একদল সজোরে বলছেন, তিনি নেতাজী নন। আর একদল বলছেন, তিনি নেতাজী হতেও পারেন। তৃতীয় দল, তিনি নেতাজী না হয়ে যান না। আশ্রমের তরফ থেকে আগে জানান হয়েছিল, তিনি নেতাজী নয় জানকী বসুর পুত্রও নন, বসু পরিবারের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই, তিনি ব্রাহ্মণ। এই বিভিন্ন ধরনের উক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য-সাধন সাধারণের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারতেন সরকার। কিন্তু তাঁরাও কোনো আলোকপাত করতে পারেন নি।

×

বিধান সভায় পুলিস মন্ত্রী শ্রীকালিপদ মুখোপাধ্যায় এ সম্পর্কে যে বিবৃতি দিয়েছেন তা 'ধরি মাছ, না ছুই পানি' গোছের। তিনি সন্ন্যাসী মহারাজ নেতাজী কি না, তা সমর্থনও করেননি, অস্বীকারও করেননি। শুধু জানিয়েছেন, পুলিস বহু চেষ্টাতেও রহস্যভেদ করতে পারিনি। পুলিসের এই অক্ষমতা সকলেই বিস্ময় উদ্রেক করেছে। একটি সন্ন্যাসী বাংলার একান্তে একটা প্রকাণ্ড স্থান নিয়ে তাঁর আশ্রম রচনা করেছেন। বহু অর্থ সেখানে তিনি ব্যয় করেছেন। রয়েছেন চার বৎসরেরও বেশী সময়। অথচ পুলিস তাঁর পরিচয় সংগ্রহ করতে পারলে না, কোথা থেকেই বা তাঁর লক্ষ লক্ষ টাকা আসছে, তারও হদিস পেলে না, এর চেয়ে আশ্চর্য বিষয়ই বা কি হতে পারে? বস্তুত সম্প্রতি যেভাবে পুলিস 'নকল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়' ও 'নকল শিক্ষা পর্ষৎ' আবিষ্কার করলে তাতে সেই পুলিসের শৌলমারী আশ্রমের রহস্যভেদে অক্ষমতা নিশ্চয়ই আশ্চর্যজনক।

+

যাই হোক, শৌলমারী আশ্রমের সন্ন্যাসী প্রকৃতপক্ষে কে, তাঁর পূর্ব্বা-

শ্রমের নাম কি ছিল, কোথা থেকে তাঁর আশ্রম পরিচালনার অর্থ আসে
আজও রহস্যাবৃত। রহস্যভেদ দূরের কথা, সকলে মিলে সেই রহস্য
রোত্তর আরও ঘনীভূত করে তুলছে। তিনি যদি নেতাজী না হন তাঁর
আশ্রমের পক্ষে অবিলম্বে সকল সংশয় দূরিভূত করা উচিৎ। দূরিভূত
কঠিন কিছুই নয়। স্বামীজী যে কোনো জনসভায় সকলের সম্মুখে আবির্ভূ
হয়ে আত্মপরিচয় প্রদান করতে পারেন। ধরে নিলাম, তাতে কিছু বা
আছে। কিন্তু বাধা যত বড়ই হোক, বাঙালীর তীব্র দাবী আরও
নেতাজী বাঙালীর সবচেয়ে প্রিয় নেতা। বৃটিশ রাজশক্তির চোখে ধূলো
পাহাড়পর্ব্বত ডিঙিয়ে যেভাবে তিনি একদিন ভারতবর্ষ থেকে চলে যান, তা
ফলে ভারতের ইতিহাসে অদ্ভুতকর্ম্মা দেশপ্রেমিক নেতা হিসাবে চিরকা
অমর হয়ে থাকবেন। নানাপ্রকার উক্তি-প্রত্যুক্তি সত্ত্বেও তাঁর মৃত্যুর সংবা
অনেকে এখনও বিশ্বাস স্থপেন করতে পারেনি। ভারতের বর্ত্তমান
দুর্গত জনসাধারণকে তাঁর জন্যে আরও ব্যাকুল করে তুলেছে। ঘনীভূ
অন্ধকারে একটি মাত্র শীর্ণ রূপালি রেখার মতো এই সংবাদ সকলকে উদ্বেলি
করে তুলেছে। তারা কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা করছে, এই সংবাদ যেন সত্য হয়।
কিন্তু যদি এ সংবাদ সত্য না হয়, লক্ষ লক্ষ মানুষের ব্যাকুল আশা যদি নিরাশ
হয়, তাহলেও তাদের মরীচিকার পিছনে ছুটিয়ে লাভ কি ?

+

কিন্তু এর আরেকটি দিকও আছে। যদি সন্ন্যাসী সত্যই নেতাজী হন,
তাহলে বুঝতে হবে, যে কোনো কারণেই হোক সন্ন্যাসীর আত্মপরিচয় প্রদানে
বাধা আছে। যে কারণেই হোক, তিনি মনে করেন এখনও সেসময় আসেনি।
এমন অবস্থায় তাঁর অনুরাগী বন্ধুগণের উচিৎ অসময়ে আত্মপরিচয় প্রদানে
তাঁকে বাধ্য না করা। ঠিক সময়ে তিনি নিজেই পরিচয় দেবেন, তাঁর পুরাতন
বন্ধুগণের এবং একান্ত অনুরাগী স্বদেশবাসীর সম্মুখে আবির্ভূত হবেন এবং
বিমান দুর্ঘটনা থেকে আজ পর্যন্ত তাঁকে নিয়ে যত রহস্যজনক কাহিনী সৃষ্টি
হয়েছে সমস্ত কিছুর রহস্য উদ্‌ঘাটিত হবে, এই বিশ্বাসে ধীরভাবে ও শান্তভাবে

ছয়

...সৈন্যবাহিনীর মতো অপেক্ষা করাই তাঁর স্বদেশবাসীর কর্ত্তব্য হবে ...মনে করি। তিনি অলৌকিক প্রতিভাশালী ব্যক্তি। অভিজ্ঞতারও ...নেই। তিনি কখন আত্মপ্রকাশ করবেন সে ভার তাঁর উপরেই ছেড়ে ...উচিৎ। আমাদের অন্যায় কৌতুহল আমাদেরই কল্যানের পথরোধ ...পারে।

+

আরও একটি দিক আছে। প্রভাতের পূর্ব্বেই পাখীর কুজন আরম্ভ হয়। ...মর্ম, জাগো বিশ্ববাসী; রাত্রি শেষ হয়ে এলো। সূর্যোদয়ের আর বিলম্ব নেই। বিগত দিনের ক্লান্তি দীর্ঘ রাত্রির নির্দ্রায় দূরিভূত হয়েছে। আবার ...কর্ম্মের দিন। উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্যবরাণ নিবোধত। কে জানে, ...মারী আশ্রমের সন্ন্যাসীকে নিয়ে বিশ্বাস ও সন্দেহ, আশা ও নিরাশায় ...জড়িত এই যে কলরব সারা বাংলা দেশে উঠেছে তা প্রাত-পাখীর কুজন ...না। আমাদের দেশেই এরকম অদ্ভুত ঘটনা এর আগেও ঘটেছে। কিন্তু ...বড় ব্যক্তিকে নিয়ে নয়। যাঁদের নিয়ে ঘটেছে তাঁদের সঙ্গে মাত্র তাঁদের ...স্বজন এবং প্রজাসাধারণের শুভাশুভই জড়িত ছিল। এবারের ঘটনা ...চেয়ে আরও অনেক বড়। এই ঘটনার সঙ্গে সমগ্র ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ ...ও ভাগ্য একান্তভাবে জড়িত। সেই কারণেই নেতাজীর, দুর্ব্বল ...বাসীর মনে বিশ্বাস যত, সন্দেহও তত। এরই দোলায় বাঙালীর মন ...ছে।

আনন্দবাজার ১৫।৪।৬২

...পাইগুড়ি হইতে মঙ্গলবার অধিক রাত্রে কলিকাতায় এই মর্মে সংবাদ ...যায় যে, শৌলমারী আশ্রমের সাধুকে ঘিরিয়া ঐ অঞ্চলে রহস্য ...ঘনীভূত হইতেছে।

...কাতার কয়েকজন রাজনৈতিক নেতাসহ ৮।৯ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি গত ...এপ্রিল হইতে ২৩শে.এপ্রিলের মধ্যে সাধুর সহিত সাক্ষাৎ করেন।

সাক্ষাৎপ্রার্থিগণকে পূর্ব্বেই নিজেদের ফটো দিয়া ঐ সাক্ষাতের জন্য আবে[illegible] করিতে হইয়াছিল। সাক্ষাৎকার শেষে তাঁহাদিগকে সাধু সম্পর্কে প্রশ্ন ক[illegible] হইলে তাঁহারা সকলেই 'নিরুত্তর ও নির্ব্বাক' থাকেন। ঐ সাক্ষাৎকারী[illegible] মধ্যে ছিলেন শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র, এম-এল-এ, শ্রীসুহৃৎ মল্লিকচৌধুরী [illegible] শ্রীঅরুণ দাশগুপ্ত।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্রসচিব শ্রী এম, এম, বসু মঙ্গলবার জলপাইগু[illegible] পৌছান। তিনি জেলা কর্তৃপক্ষের সহিত শৌলমারীর সধু সম্পর্কে [illegible] খবর লন।

এদিকে প্রতিদিন শত শত লোক সধুজীর দর্শন কামনায় আশ্রমে যাইতে[illegible] তবে ২৩শে তারিখের পর হইতে সাধু আর কাহাকেও দর্শন দিতেছেন ন[illegible] এই অঞ্চলের বহু লোক সাধুজীকেই নেতাজী বলিয়া মনে করিতেছে।

আনন্দবাজার ২৫।৪।৬২

প্রিণ্টার—শ্রীসন্তোষ কুমার দাস কর্তৃক "সরস্বতী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস"
১৬৮।১ সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।